সংবাদ

তারিখ 17 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে মেয়েদের সাফল্য

খুলনা ব্যুরো

খুলনা সিটি করপোরেশনের ৩১নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদ নগরের বাসিন্দা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষিকা মুন্নি আক্তার। তার পিতা একটি ম্যাচ কোম্পানির একজন সাধারণ চাকরিজীবী ছিলেন। সংসারে ৪ ভাইবোনের পড়াশোনার খরচ পিতার আয়ে চলে না। এসএসসি পাস করার পর রূপসা সংস্থার সঙ্গে সে যোগাযোগ করে। ২০০৫ সালে ব্র্যাকের সহযোগিতায় পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষিকা পদে চাকরির জন্য আবেদন করে এবং শিক্ষিকা পদে নিয়োগ পায়। তার আয়ে বর্তমানে সংসারে কিছুটা হলেও সচ্ছতা ফিরে এসেছে। তার মতো ১৩ হাজার ২৮৫টি উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে মেয়েরা শিক্ষকতা করছে। দরিদ্র ঘরের মেয়েদের ব্র্যাক সারা দেশে ১ হাজার ১২২টি স্থানীয় এনজিওর মাধ্যমে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা নিয়োগ দিয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে রূপসা সংস্থা ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এই সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে স্থায়ী রূপ দানের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে শৈশব ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে।

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজের অসহায় ও ঝরেপড়া শিশুদের মূলমুখী করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ব্র্যাকের এএসপি কার্যক্রমের সহযোগিতা গ্রহণ করে। ২০০১ সাল থেকে সর্বমোট ৪০টি উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র খুলনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় স্থাপনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এই কার্যক্রমের আওতায় ৩২০ জন ছেলে শিশু ও ৮৮০ জন মেয়ে শিশুসহ সর্বমোট ১২০০ শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে এবং অনেক শিশু হাইস্কুলের পড়াশোনা শেষ করেছে। ব্র্যাকের সহযোগিতায় সামাজিক কার্যক্রম এখানে থেমে থাকেনি।

এই কার্যক্রমের আওতায় এসএসসি এবং এইচএসসি পাস করে মেয়েরা ব্র্যাকের ট্রেনিং পেয়ে শিক্ষিকা হিসেবে নিজেদের বাড়িতে থেকেই বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজে সুনামের সঙ্গে জীবিকা নির্বাহ করছে।